০৫-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখানে তোমাদের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান .. সবকিছু সহ্য করতে হবে, পুরানো দুনিয়ার সুখ থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে, নিজের মতানুযায়ী চলবে না"

প্রশ্নঃ- দেবতা জন্মের চেয়েও এই জন্ম বেশি ভালো, কিভাবে ?

উত্তর :- এই জন্মে বাচ্চারা তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে খাবার খাও। এখানে তোমরা অসীম ধন উপার্জন কর, তোমরা যে বাবার শরণে এসেছ। এই জন্মেই তোমরা নিজের ইহ লোক - পর লোক সুখী করে নাও। সুদামার মতন দুই মুঠো চাল দিয়ে ২১ জন্মের জন্যে বাদশাহী প্রাপ্ত কর ।

গীত : যদি কাছে থাকো বা দূরে তুমি হলে আমার স্বপ্নেরই ছবি ....

ওম্ শান্তি । গানের অর্থটি কত সুন্দর। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন -- যদি আমরা এই দেহটির কাছে থাকি বা দূরে, কারণ সামনে বসে যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রেরণা দ্বারা তো দিতে পারেন না। যদি কাছে থাকি বা দূরে -- স্মরণ তো আমাকেই করতে হবে। ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্যেই তো ভক্তি করা হয়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে হে জীব আত্মারা , এই দেহে নিবাসরত আত্মারা, পরম পিতা পরমাত্মা আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলেন। পরমাত্মাকে আত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতেই হবে, তাই তো জীব আত্মারা ভগবানকে স্মরণ করে কারণ তারা এখন দুঃখে আছে। সত্যযুগে তো কেউ স্মরণ করেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম অনেক পুরনো ভক্ত। যখন থেকে মায়া আমাদের ধরেছে , তখন থেকে ভগবান শিবকে স্মরণ করা আরম্ভ হয়েছে কারণ শিববাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেছেন , তাইতো ওঁনার স্মারক চিহ্ন তৈরি করে ভক্তি করা হয়। এখন তোমরা জানো বাবা সামনে এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, কেননা এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। যতক্ষন এখানে থাকা হচ্ছে ততক্ষণ পুরানো শরীর , পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলতে হবে এবং যোগে থাকতে হবে। এই যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ ভস্ম হবে। এতেই পরিশ্রম লাগে। পদ মর্যাদাও খুব উঁচু কিনা। বিশ্বের মালিক হতে হবে। মানুষ বলে যে বিশ্বের মালিক হলেন শিববাবা । কিন্তু তা নয় , মানুষ-ই হল বিশ্বের মালিক। বাবা বসে বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক করেন। বলেন তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা এখন কড়ির মালিকও নও । প্রথম জন্ম ও এই শেষ জন্ম তুলনা করে দেখ কত রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। কারো স্মৃতিতে আসবেনা , যতক্ষণ বাবা এসে সাক্ষাৎকার না করাচ্ছেন। জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাও সাক্ষাৎকার হয়। যে বাচ্চারা বুদ্ধিমান, প্রতিদিন বাবাকে স্মরণ করে, তাদের খুব মজা লাগবে। এখানে তোমরা যা শুনছ সব নতুন কথা। মানুষ তো কিছুই জানেনা। তারা তো গপ্পো বলে আর দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খায়। তোমাদের তো এই দৌড়াদৌড়ি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। বাবা বলেন তোমরা হলে আত্মা, আমি পিতা আমায় স্মরণ করতে থাকো। বুদ্ধি তে এই বিচার যেন থাকে যে আমরা আত্মা আমাদের বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে , এই সৃষ্টি যেন আম্যাক্সের জন্যে নয়। এই পুরানো সৃষ্টি তো শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা স্বর্গে এসে নতুন মহল নির্মাণ করব।দিন রাত এইসব বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা নিজের অনুভব বলেন। রাত্রে ঘুমালে এইসব খেয়াল চলে। এই নাটক এখন শেষ হচ্ছে, এই পুরানো দেহ রূপী বস্ত্র টি ত্যাগ করতে হবে। হ্যাঁ, বিকর্মের অনেক বোঝা যাচ্ছে, তাই নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের অবস্থা দর্পণে দেখতে হবে -- আমাদের বুদ্ধি

সবকিছু থেকে দূরে সরেছে কি ? ব্যবসা ইত্যাদিতে থেকে বুদ্ধি দ্বারা কার্য সিদ্ধি করতে পারো। বাবার কত দায়িত্ব , অনেক সন্তান রয়েছে কিনা। তাদের খেয়াল রাখতে হয়। বাচ্চাদের শরণ দিতে হয়। তারা খুব দুঃখে আছে কিনা ! ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় কত দুঃখে মারা যায়। এই সময়টি হল খুব খারাপ। তাই বাচ্চাদের শরণ দেওয়ার জন্যে এই গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানে তো সব আমার আপন বাচ্চারাই থাকে। কোনো ভয় নেই তারপর যোগবল রয়েছে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে, যারা বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করে তাদের বাবাও রক্ষা করেন। শত্রুকে ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়ে ভাগিয়ে দেন। তোমাদের যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ যোগে থাকতে হবে। তা নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। বড়লোকের সন্তান দন্ড ভোগ করলে সম্মান নষ্ট হয়। তোমাদেরও সম্মান নষ্ট হবে। বাচ্চাদের জন্যে আরো কঠিন সাজা রয়েছে। কেউ এমনও আছে যারা বলে এখন তো মায়ার সুখ ভোগ করি , যা হবে দেখা যাবে। অনেকের এই পুরানো দুনিয়ার সুখ মিষ্টি লাগে। এখানে তো সুখ দুঃখ , মান অপমান ... সবকিছু সহ্য করতে হয়। উঁচু প্রাপ্তি যদি চাই তবে ফলো করা উচিত, মাতা পিতার আদেশ অনুযায়ী চলা উচিত। নিজের মতানুযায়ী চলা মানে রাবণের মতে চলা। সে তো ভাগ্য কে খারাপ করার জন্যে করা হয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা উত্তর দেবেন -- এই হল অসুরী মতামত। শ্রীমৎ নয়। পদে পদে শ্রীমৎ প্রয়োজন। দেখতে হবে কোথাও উল্টো কর্ম করে বাবার নিন্দা করা হচ্ছে না তো? দেবী দেবতায় পরিণত তখনই হবে যখন এমন লক্ষণ হবে। এমন নয় সেখানে অটোমেটিক্যালি লক্ষণ এসে যাবে। এখানে চাল চলন খুব মধুর থাকা প্রয়োজন। যদি ভাবো শিববাবা নয় , ব্রহ্মা বাবা বলেছেন তবুও রেস্পন্সিবল তো ইনি-ই হবেন তাইনা ! যদি কিছু ক্ষতিও হয় তবু কোনো চিন্তা নেই। ড্রামাতে ছিল তাই হয়েছে ফলে তোমাদের দোষ নেই। অবস্থা খুব ভাল থাকতে হবে। যদিও তোমরা এখানে বসে আছ , তবুও বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সেখানকার বাসিন্দা। এই ভাবে ঘরে থেকে , চাকরি ব্যবসা করে , উপরাম বা নির্লিপ্ত হতে থাকবে। যেমন সন্ন্যাসীরা সংসার থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যান। তোমরা তো সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া থেকে উপরাম হও। ঐ হঠ যোগ সন্ন্যাস এবং এই সন্ন্যাসে রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। এই রাজ যোগ বাবা শেখান। সন্ন্যাসী শেখাতে পারেন না কারণ মুক্তি জীবন মুক্তি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সকলের মুক্তি এখনই হবে কেননা সবাইকে ফিরতে হবে। সাধুজন সাধনা করেন যাতে ফিরে যাওয়া যায়। এখানে সবাই দুঃখে আছে। কেউ আবার বলে আমরা জ্যোতি মহা জ্যোতিতে মিশে যাই। অনেক অনেক মতামত রয়েছে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে কোনো কোনো বাচ্চা আছে যাদের পুরানো আত্মীয় স্বজনের কথা মনে পড়ে। পুরানো দুনিয়ার সুখের আশা থাকলেই মরবে। তারপরে এইখানে তার পা আর টিকবেনা। মায়া খুব লোভ দেখায়। একটি কথা আছে " ভগবানের স্মরণ করো তা নাহলে বাজ এসে পড়বে" এই মায়াও বাজ পাখির মতন আক্রমণ করে। এখন যখন বাবা এসেছেন , এখনো যদি পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্তি না করা হয় তবে কল্প কল্পান্তরে প্রাপ্তি হবেনা। এখানে বাবার কাছে তোমাদের তো কোনো দুঃখ নেই , তাই পুরানো দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে থাকা উচিত তাইনা। সারা দিনের দিনচর্যা সূচীপত্র (পোতামেল) দেখা উচিত। কত সময় বাবাকে স্মরণ করা হয়েছে ? কাকে জীবন দান দেওয়া হয়েছে ? বাবা তোমাদেরও জীবন দান দিয়েছেন কিনা। সত্যযুগ ত্রেতা যুগে তোমরা অমর হয়ে থাকো। এখানে মৃত্যু হলে কত কান্নাকাটি হয়। স্বর্গে তো দুঃখের নাম গন্ধ নেই। মনে মনে জানবে পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করা হয়। এই দৃষ্টান্ত তোমরাই দিতে পারো আর কেউ নয়। তারা পুরানো দেহ টিকে থোড়াই ভুলে যায়। তারা তো অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে। এখানে

তোমরা বাবাকে যা কিছু দাও সেসব বাবা নিজের কাছে কি আর রাখেন। সেসব দিয়ে বাচ্চাদেরই লালন পালন করেন তাই এইটি হল শিববাবার সত্য ভান্ডার , এই ভান্ডার থেকে যারা ভোজন গ্রহণ করে তারা এই জন্মেও সুখী এবং জন্ম জন্মান্তর সুখী থাকে।

তোমাদের এই জন্ম হল বড়ই দুর্লভ জন্ম । দেবতা জন্মের চেয়েও এখানে তোমরা সুখী থাকো কারণ বাবার শরণে থাকো। এখান থেকেই তোমরা অসীম ধন উপার্জন করো যা কিছু জন্ম জন্মান্তর ভোগ করবে। সুদামাকেও দু মুঠো চালের বদলে ২১ জন্মের মহল প্রাপ্ত হয়। ইহলোক সুখী তো পরলোকও সুখী , জন্ম জন্মান্তরের জন্যে সুখী তাই এই জন্মটি হল শ্রেষ্ঠ জন্ম। কেউ বলে শীঘ্র বিনাশ হলে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। কিন্তু এখনও তো অনেক খাজানা বাবার কাছে প্রাপ্ত করতে হবে। এখন রাজধানী কোথায় তৈরি হয়েছে । তাহলে বিনাশ শীঘ্র হবে কিভাবে ! বাচ্চারা এখনও যোগ্য কোথায় হয়েছে ! এখনও বাবা পড়ানোর জন্যে আসছেন। বাবার সার্ভিস হল অপরমঅপার। বাবার মহিমাও হল অপরমঅপার। যত উঁচু তত উচুঁ সার্ভিস করি , তবেই তো আমার স্মরণ চিহ্ন রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু বাবার সিংহাসন হল এই , যে যত পুরুষার্থ করে, নিজের ভাগ্য নির্মাণ করে। এ হল অবিনাশী জ্ঞান রত্নের সঞ্চয়, যেসব সেখানে অসীমের ধন রূপে সঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং বাচ্চাদের খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা উচিত। বাবাকে এখানেও স্মরণ করো এবং সেখানেও স্মরণ করো। সিঁড়ি তো আছে তাইনা। হৃদয় দর্পণে দেখতে হবে আমি বাবার সুপুত্র সন্তান হয়েছি কিনা। অন্ধদের পথ দেখাই। নিজের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ অনুভব হয়। যেমন বাবা নিজের অনুভব বলেন -- ঘুমিয়ে থাকা সত্ত্বেও কথা বলি। বাবা সবই আপনার কামাল । ভক্তি মার্গে আমরা আবার আপনাকে ভুলেই যাব। এত অধিকার প্রাপ্তির পরেও সত্যযুগে সেসব ভুলে যাব। তারপর ভক্তি মার্গে আপনার স্মরণ চিহ্ন তৈরি করব। কিন্তু আপনার অকুপেশান ভুলে যাব। যেন বোধহীন , অজ্ঞানী হয়ে যাই। এখন বাবা কত জ্ঞান প্রদান করেন। এই হল রাত দিনের তফাৎ । ঈশ্বর হলেন সর্ব ব্যাপী , এইটি কোনো জ্ঞান নয়। জ্ঞান তো সৃষ্টি চক্রের থাকা উচিত। এখন আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ন করে ফিরে যাই তারপরে জীবন মুক্তিতে আসি। ড্রামা থেকে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় । আমরাই হলাম জীবন মুক্তির পথিক। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস --১৬ -১২ - ৬৮

বাবা কাউকে বাচ্চি বলেন , কাউকে বলেন মাইয়াঁ (মা) ; নিশ্চয়ই কোনো তফাৎ আছে। কারো সার্ভিস থেকে সৌরভ আসে, কারো সার্ভিস ধুতরা ফুলের মতন। এইসব বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা যেরকম আমাদের সঙ্গে এসেছ। বাবাও উপর থেকে এসেছেন বিশ্বকে পবিত্র করতে। তোমাদের হল এই কর্তব্য। সেখান থেকে যারা প্রথমে আসে তারা হয় পবিত্র। নতুনরা এসে নিশ্চয়ই সুরভিত করবে। বাগানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন সার্ভিস তেমন সুগন্ধিত পুষ্প। বিবেক বলে শিববাবার সন্তান হওয়া মানেই অধিকারী হওয়া। সুতরাং সেই সৌরভে সুরভিত হতে হবে। অধিকারী বলেই সকলকে অভিবাদন করতে হয়। তোমরা বিশ্বের মালিক হও নিশ্চয়ই কিন্তু পঠন পাঠনে তফাৎ থেকে যায়। এইসবও অবশ্যই হবে। বাচ্চাদের বিশ্বাস আছে যে ইনি হলেন আমাদের বাবা এবং চক্রের কথাও বুদ্ধিতে আছে। তাই বাবা বলেন যে এর চেয়ে বেশি বলার কি প্রয়োজন আছে।

বাবা ছাড়া স্ব দর্শন চক্রধারী কেউ করতে পারেনা। ইশারা দিয়ে তৈরি হয়। যারা কল্প পূর্বে পরিণত হয়েছে তারাই এবারও হয়। অসংখ্য বাচ্চা আসে। পবিত্রতার পয়েন্টে কত অত্যাচার হয়! যাঁর নিমিত্তে বাবা গীতা শোনান তাঁকে কত কটু কথা বলা হয়। শিববাবাকেও কত কটু কথা বলা হয়। কচ্ছপ অবতার, মৎস্য অবতার ইত্যাদি বলাও তো কটু কথা বলা-ই হল তাইনা ! অজ্ঞানতার দরুন বাবাকে , তোমাদেরকে কত কলঙ্কিত করে! বাচ্চারা কত মাথা ঘামায়। পড়াশোনা করে কেউ আবার বিত্তবান হয়ে যায় , অনেক উপার্জন করে! এক একটি অপারেশন করে দুই হাজার , চার হাজার উপার্জন হয়। কেউ নিজের পরিবারের লালন পালনও করতে পারেনা। চিন্তা থাকে কিনা। কেউ জন্ম জন্মান্তরের বাদশাহী প্রাপ্ত করে। কেউ জন্ম জন্মান্তরের জন্যে দরিদ্র হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমাদের বিচক্ষণ বোধ যুক্ত করি। এখন তোমরা সবকিছুই বলবে ড্রামা। সবার পার্ট আছে। যা কিছু পাস্ট হয়েছে সবই ড্রামা। যা ড্রামায় আছে তাই হয়। ড্রামা অনুযায়ী যা কিছু হয় সব ঠিক। তোমরা যতই বোঝাও , বুঝবে না , এর জন্যে ম্যানার্স ভাল হওয়া উচিত। প্রত্যেকে নিজের মধ্যে দেখ কোনো খামতি আছে কি ? মায়া খুব কঠোর। সেসব যেমন করেই হোক বের করতে হবে। সকল খামতি বের করতে হবে। বাবা বলেন বাঁধেলি অর্থাৎ বন্ধনযুক্ত আত্মারা সবচেয়ে বেশি স্মরণে থাকে। তারা-ই ভালো পদ মর্যাদা লাভ করে। জট বেশি নির্যাতিত হয় ততই বেশি স্মরণে থাকে। হায় শিববাবা বলে থাকে। জ্ঞানের আধারে শিববাবাকে স্মরণ করে। তাদের চার্ট ভালো থাকে। এইরকম যারা নির্যাতন সহ্য করে আসে তারা সার্ভিসও ভালো করে। নিজের জীবন উঁচু করতে ভালো সার্ভিস করে। সার্ভিস না করলে মনে মনে দুঃখিত হয়। মন দিয়ে তৈরি থাকে সদা যে আমরাও যাব সার্ভিস করতে। যদিও বোঝে যে সেন্টার ছেড়ে যেতে হয়, কিন্তু প্রদর্শনীতে অনেক সার্ভিস থাকে তাই সেন্টারের কথা না ভেবে সার্ভিসে যাওয়া উচিত। যত দান করা হয় ততই শক্তি শালী হওয়া যায়। দান তো নিশ্চয়ই করতে হবে তাইনা। এই হল অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, যার কাছে থাকবে সে দান করবে। বাচ্চাদের এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান স্মৃতিতে থাকা উচিত। সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবাও এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত জানেন। অবশ্যই তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির চক্রের বিষয়ে জানেন। এই জ্ঞান দুনিয়ার জন্যে একেবারেই নতুন , যা কোনো দিন পুরানো হয়না। ওয়ান্ডারফুল নলেজ কিনা , যে জ্ঞান কেবল বাবা এসে বলেন। কেউ যতই সাধু মহাত্মা হোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে তো যায়ই না। বাবা ছাড়া কোনো মানুষ গতি সদগতি দিতে পারেনা। না-ই মানুষ, আর না-ই দেবতা দিতে পারেন। শুধু একমাত্র বাবা-ই দিতে পারেন। দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি হবেই। বাবা বলেছিলেন প্রভাত ফেরী তে এই লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র , সিঁড়ির চিত্র ট্রান্স লাইটের হওয়া উচিত। বিদ্যুতের এমন জিনিস হোক যার দ্বারা চিত্রটি চকমক করে। স্লোগানও বলতে থাকো। সন্ন্যাসী কখনও রাজ যোগের শিক্ষা দিতে পারবেনা। রাজ যোগ পরম পিতা পরমাত্মা-ই শেখাচ্ছেন ভাগীরথের সাহায্যে। এমন এমন আওয়াজ সবাই শুনবে। আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই নাটক এবার পূর্ন হচ্ছে তাই এই পুরানো দুনিয়া থেকে উপরাম (নির্লিপ্ত) থাকতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে নিজের ভাগ্য উঁচু করতে হবে। কখনও কোনো উল্টো কর্ম করবেনা।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উপার্জন করতে হবে এবং করাতে হবে। এক বাবার স্মরণে থেকে সুপুত্র সন্তান রূপে অনেককে পথ বলতে হবে।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধির বাহন দ্বারা তিন লোকের ভ্রমণকারী জ্ঞান স্বরূপ বিদ্যাপতি হও।

ব্যাখা: দিব্য বুদ্ধি অর্থাৎ হোলী হংস বুদ্ধি। হংস অর্থাৎ ক্ষীর এবং নীর , মুক্তো ও পাথর চিনে মুক্তো গ্রহণকারী। তাই হোলী হংস হল সঙ্গমযুগী জ্ঞান স্বরূপ বিদ্যা দেবী, সরস্বতীর বাহন । তোমরা হলে সবাই জ্ঞান স্বরূপ তাই তোমরা বিদ্যাপতি বা বিদ্যাদেবী । এই বাহন হল দিব্য বুদ্ধির প্রমাণ চিহ্ন। এই দিব্য বুদ্ধির বাহন দ্বারা তোমরা তিন লোকের ভ্রমণ কর। এই বাহন সব বাহনের চেয়ে তীব্রতর।

স্লোগান - নিজের সর্ব শক্তি গুলি অন্য আত্মাদের জন্যে উইল করাটাই হল সর্ব শ্রেষ্ঠ সেবা।